ক্যাথেটার

উপজেলা হেলথ কম্পলেক্সে জরুরী বিভাগে রাত ১১ টায় একজন রুগী এলেন। সমস্যা হল রুগীর দুই দিন ধরে প্রশ্রাব হচ্ছে না। এর পুর্বে তার খুব বেশী পাতলা পায়খানা হয়েছিল। ডাঃ সাকীব রুগির শারিরীক পরীক্ষা করা শুরু করলেন নিয়ম মাফিক। তলাপেটে পারকাশন করে বুঝা গেল প্রশ্রাবের থলিতে প্রশ্রাব নেই। তার মানে মারাত্তক পাতলা পায়খানায় মারাত্তক পানিশুন্যতা হয়ে কিডনি বিকল হয়ে প্রশ্রাব তৈরি হচ্ছে না। পারকাশন হল শরীরে আংগুলের মাথা দিয়ে টোকা দিয়ে ভিতরের গ্যাস ও পানি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা। রোগীর সাথে আসা সামনে বসা এক টাউট লোক বলে বসলো

- রুগির পেটে টোকাটুকি না করে তাড়াতাড়ি ক্যাথেটার গিয়ে প্রশ্রাব বের করেন।

(ক্যাথেটার হল একটা রাবারের নল যা প্রশ্রাবের নালী দিতে ঢুকিয়ে প্রশ্রাব বের করা হয়)

- রুগীর পেটে তো প্রশ্রাব নাই।
- নাই মানে? গত দুই দিন তাকে প্রচুর সেলাইন ও ডাব খাওয়ালাম সেই পানি গেল কোথায়? পল্লী চিকিৎসক বলেছে প্রশ্রাব আটকা পরেছে। ক্যাথেটার দিয়ে বের করতে হবে। তাই এখানে নিয়ে এসেছি। আর আপনি কিনা বলছেন প্রশ্রাব নাই। আর অযথা টোকাটুকি করছেন।
- এভাবেই আমরা জানতে পারি প্রশ্রাব আছে কিনা।
- রাখেন আপনার টোকাটুকি। লাগান ক্যাথেটার।

জানালার ওপাশ থেকে একসাথে কয়েকজনের স্বর শোনা যাচ্ছে লাগা মাইর, ভাং হাসপাতাল। ডাঃ সাকীব দেখল তাকে একা রেখে নার্স-অয়ার্ডবয় সবাই চলে গেছে, অসহায়, নিরুপায়।

ডাঃ সাকীব রুগীর প্রশ্রাবের রাস্তায় ক্যাথেটার ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রশ্রাব এলো না।

≠========

ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার

ফেইসবুক গল্প

হাসপাতালনামা

৩০/৫/২০১৭